দৈনিক সংবাদ

OLA

তারিখ [illegible] MAR [illegible]
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 1

বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
একটি ব্যতিক্রমী ছাত্রী আন্দোলন

নাহিদ আফরোজ

'ছাত্রীনিবাস চাই' বিষয়ক আন্দোলন-সম্পৃক্ত ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া

এই ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন যারা--সেই অধিকার সচেতন ছাত্রীদের বেশ কয়েকজনের সাথে আমরা কথা বলেছি। আমরা কিছু প্রশ্ন সরাসরি তাদের কাছে উত্থাপন করলাম। তারা এগিয়ে এলেন। কিন্তু না, সরাসরি বক্তব্য দিতে নয়। কিছুক্ষণ ইতস্তত:, নাম প্রকাশে অনীহা, ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক প্রতিবন্ধকতার পরে জানালেন লিখিতভাবে বক্তব্য প্রকাশে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কয়েকজন, যদিও বা সরাসরি কথা বললেন কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকতা যথারীতি বজায় রাখলেন।

এখন কথা হলো বাংলাদেশের আন্দোলনগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম সাহস সমৃদ্ধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এমন সন্ত্রস্ত কেন। অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সংগ্রামীরা তাদের সফল ইতিহাসের ইতস্তত: বিবৃতি দিচ্ছেন কেন। আমরা তাদের নাম স্বাক্ষরযুক্ত উচ্চারিত সংলাপ নিঃশর্তে প্রকাশ করতে পারলাম না।

এসবের পেছনে রয়েছে সামন্ত সমাজ বিন্যাসের স্থূল ভীতিসমূহ। প্রসংগটিকে আপাত: স্থগিত রাখা যাক।

আমাদের উপস্থাপিত প্রশ্নাবলীসহ ছাত্রীদের উত্তরপত্রের অবিকল উদ্ধৃতি:

প্রশ্নসমূহ:

(১) বিকল্প ছাত্রীনিবাস হিসেবে আপনাদের একজন শিক্ষকের বাড়ী এবং রেষ্ট হাউজটি দখল করার পেছনে কি কারণ ছিলো?

(২) আপনাদের এই কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? হলে তা কি ধরনের?

(৩) কলেজ কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে উল্লিখিত বিকল্প ছাত্রীবাস ছাড়ার নির্দেশ দিলে আপনারা কি কি শর্ত আরোপ করেছিলেন?

(৪) আপনাদের শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

ছাত্রীদের বক্তব্য

(১) 'আমরা সতেরোই জানুয়ারী বেলা তিনটায় বিকল্প ছাত্রীনিবাস হিসেবে বাড়ী দুটোতে গিয়ে উঠলাম। কেন, এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা আমাদের একদিনের আলোচনা বা আন্দোলনের ফসল নয়। আমরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর থেকে ছাত্রীনিবাস তৈরীর ব্যাপারে বহুবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ আন্দোলন করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেননি। তারা শুধু আশ্বাসই দিয়ে গেছেন।

(২) 'এব্যাপারে আমরা বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছি এবং এখনও হচ্ছি।

(৩) 'আমাদের একটাই মাত্র শর্ত ছিলো, তাহলো নিরাপদ পরিবেশে নতুন ছাত্রীনিবাস নির্মাণ বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কলেজ প্রশাসনের অধীন কোনো ভবন ছাত্রীনিবাসে পরিণত করা।

(৪) 'শিক্ষকদের ব্যাপারে আমাদের কখনো মন্তব্য করতে হবে তা সত্যি ভাবিনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার পেয়েছি তা সত্যি লিখে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

বিকল্প ছাত্রীনিবাস হিসেবে আমরা যখন দখলকৃত বাড়ী দুটোতে ছিলাম, তখন স্যারেরা আমাদের সাথে দেখা করতে যাবার পর জনৈক শিক্ষক বললেন--তোমরা এখান থেকে চলে না গেলে কঠোর শাস্তি বিধান করা হবে। তোমরা যদি কলেজের ছাত্রীই না থাকো, তাহলে আন্দোলন করবে কিভাবে?

এছাড়া প্রিন্সিপালের তরফ থেকে আমাদের অভিভাবকদের কাছে টেলিগ্রাম/চিঠি পাঠানো হয়েছে এই বলে যে, আমরা কলেজের আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করেছি।

দৈনিক সংবাদ

01-B

তারিখ 7 MAR [illegible]
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 1

তারা যেন সত্বর প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করেন।

অভিভাবক যে ক'জন দেখা করতে এসছিলেন আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি'।

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষকদের একান্ত আলাপচারিতা:

এবারে আসুন দেখি ছাত্রীদের এই উদ্যোগটিকে তাদের শিক্ষকরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন---

বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম আমাদেরকে বলেছেন----'মেয়েদের এই পদক্ষেপটা আসলেই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর আগে মেয়েদের কোনো প্রদেশান আমরা দেখিনি। ওরা হয়তো কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যেই এই আন্দোলন করেছে। কিন্তু এর আগে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা ওদেরকে জানিয়েছি। আমরা ইচ্ছে করলেই একটি হোষ্টেল নির্মাণ করতে পারিনা। এজন্যে সরকারী ঘোষণা দরকার। আমাদের কলেজ থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু এসবের কোনো সদুত্তর কলেজ কর্তৃপক্ষ পাননি।

আমরা অনুভব করি, ছাত্রীনিবাস দরকার। যদিও আমাদের করবার কিছুই নেই।

একজন শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে মেয়েদের এই কাজটা ঔদ্ধত্যের সামিল। যেখানে অন্তত:পক্ষে ৫০০মেয়ের জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেখানে ওরা যে বাড়ী দুটো দখল করেছিলো মাত্র পাঁচ ছ'জন মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব। এভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় না।

ওদেরকে আমরা বাড়ীদুটো ছেড়ে দিতে বলেছিলাম। ওরা বলেছে যাবো না। বর্তমানে যে পুরানো বাড়ীটা ওদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে--আমরা বলেছিলাম তোমরা আপাতত ওখানে গিয়ে ওঠো; আমরা মেরামত করিয়ে দেবো।' ওরা মেরামত না করা পর্যন্ত উঠবে না বলে জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা মেরামত করলাম, তারপরে ওরা ওখানে গিয়েছে। শিক্ষকদের সাথে এধরণের স্পর্ধামূলক ব্যবহার আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়।

অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন যে তারা বুঝতেই পারেননি মেয়েরা এ রকম একটা কাণ্ড করবে। বাংলার শামসুদ্দীন আহমদ বলেছেন মেয়েদের কর্মকাণ্ডটি নৈতিক আইনে গর্হিত।

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের জনৈক শিক্ষককে আমাদের প্রশ্ন ছিলো, আপনি কি মনে করেন মেয়েদের হোষ্টেল জরুরী?

তিনি বলেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্নটিতে তাকে আটকে দেয়া হয়েছে।

কয়েকজন শিক্ষকের বক্তব্য ছিলো---মেয়েরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে আন্দোলনটি করেছে। অথচ ওরা আমাদেরকে বন্ধু ভাবতে পারতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রের বক্তব্য:

উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের একজন ছাত্র আমাদেরকে জানালেন, তাদের ক্লাস

(২-এর পাতায় দেখুন)

ছাত্রী আন্দোলন

(৬ষ্ঠ পাতার পর)

চলাকালীন সময়ে একটি 'ছাত্রীনিবাস চাই' শ্লোগানমুখর মিছিলের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাসের শিক্ষকের উক্তি ছিলো এরকম---আমাদের শ্রীমতীরাও তো রাস্তায় নেমেছে। ছাত্রটির বক্তব্য এ ধরনের কটাক্ষ একজন শিক্ষকের জন্য অশালীন এবং বেমানান।

একটি ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণ এবং উপসংহার

একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক ছাত্রীদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে বলেছেন, সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা সমাজে চিরদিন বিরাজ করে না। বিবর্তন অনিবার্য এবং তা বিভিন্ন উপায়ে আসতে পারে। সমাজে আদর্শের শূন্যতা দেখা দিলে, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের বিবর্তন ঘটছে।

এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে ছাত্রী আন্দোলনের বিষয়টিকে কোনো নির্দিষ্ট কারণভুক্ত করা সম্ভব নয়। এটা একটা সামগ্রিক সামাজিক বিবর্তন বা পট পরিবর্তনের খণ্ডাংশ মাত্র।

উপসংহারে বরিশাল সরকারী ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রীদের সামগ্রিক আন্দোলন কর্মকাণ্ডটিকে পর্যবেক্ষণের পরে একথাই আমাদের কাছে সত্য প্রতীয়মান হয়েছে, ভবিষ্যতে আমাদের মেয়েরা 'শ্রীমতী' বাক্যবাণের অবরুদ্ধ প্রাচীর ঠেলে আবারও নতুন সংগ্রাম এবং সফলতার অঙ্গীকার নিয়ে উদয় হবে।

আজকের এই শ্রীমতী কটাক্ষ শ্রীহীন বর্তমান সমাজের সামন্তীয় কলাকৌশল।

আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যাশা--নিকট ভবিষ্যৎ অন্য কথা বলবে।

PREV. I FOR I THREE MONTHS I